

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪)



বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

সম্পাদনা কমিটি

- ১। জনাব একেএম তারেক, পরিচালক (প্রশাসন) ----- আহবায়ক;
- ২। জনাব মোঃ নূর-ই-আলম পরিচালক (অর্থ) ----- সদস্য;
- ৩। জনাব মোহাম্মদ শওকত ওসমান, মহাব্যবস্থাপক (ডিএফও) -----সদস্য;
- ৪। জনাব মোহাম্মদ সফিউজ্জামান ভূইয়া, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/পূর্ত) -----সদস্য;
- ৫। জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) -----সদস্য;
- ৬। জনাব সৃজন বিকাশ বড়ুয়া, মহাব্যবস্থাপক (এইচসিটি) -----সদস্য;
- ৭। জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার, মহাব্যবস্থাপক (পিটিএস) -----সদস্য;
- ৮। জনাব মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন হায়াত, অধ্যক্ষ, এনএইচটিটিআই, -----সদস্য;
- ৯। জনাব মোহাম্মদ এহসানুল কবীর, মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ) -----সদস্য;
- ১০। জনাব আ.ন.ম. মোস্তাদ্দ দস্তগীর, ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) -----সদস্য;
- ১১। জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) -----সদস্য;
- ১২। জনাব মোবাম্বেরা আক্তার, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) -----সদস্য;
- ১৩। জনাব আকতার আহমেদ, ব্যবস্থাপক (বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ)-----সদস্য-সচিব।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. উপক্রমণিকা	৪-৫
২. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন - এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬-৭
৩. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভাগসমূহ	
■ প্রশাসন বিভাগ	৮-১০
■ অর্থ বিভাগ	১১-১৫
■ পরিকল্পনা বিভাগ	১৬-১৮
■ বাণিজ্যিক বিভাগ	১৯-২০
৪. বিশেষায়িত ইউনিটসমূহ	
● ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২১-২৭
● ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স	২৮-২৯
● ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট	৩০
৫. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ ইত্যাদি	৩১-৪৮
৬. প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রম	৪৯-৫২
৭. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অর্জন	৫২
৮. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৫৩
৯. উপসংহার	৫৪

উপক্রমণিকা

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প অন্যতম অর্থনৈতিক খাত হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে বৈশ্বিক জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান প্রায় ১০% এবং প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান প্রায় ১১% এর মত। বাংলাদেশের জিডিপি তে পর্যটন খাতের অবদান ৩.১% ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এর অবদান প্রায় ১.৭% যা এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। একজন পর্যটক ১১ জন মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে থাকে এবং স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প অধিক রাজস্ব আহরণ করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প অন্যতম অর্থনৈতিক খাত হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মত সকল পর্যটন উপাদান বাংলাদেশের রয়েছে। দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, জীব-বৈচিত্র্য, চা-বাগান, গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য, বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মানুষের বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি অতিথিপরিায়ন বাংলার মানুষ পৃথিবীর যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। বাংলাদেশের অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পর্যটনকে এখন অগ্রাধিকারভূক্ত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে তার অধীনে ১২ টি উপখাত চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য, সেবা ও পণ্য উৎপাদনসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩ বলে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করার রূপকল্প (Vision) নিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই ভিশন অর্জনে তিনটি অভিলক্ষ (Mission) নির্ধারণ করা হয়েছে, যথা: ১) পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি করা, ২) উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ৩) টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিত করে সেখানে টেকসই পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটকদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরীতে সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া পর্যটন শিল্পে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে সংস্থাটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি’র সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে পর্যটন শিল্প যাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে সে আলোকে এ সংস্থা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পূর্বতন বছর হতে চলমান ৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ২ টি প্রকল্পের কাজ জুন ২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ৪টি’র কাজ চলমান রয়েছে ও অপর একটি প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। গত অর্থ বছরে এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ৩২৯৮.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান বরাদ্দ ছিল। অন্যদিকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের জন্য ৭০৫.৭৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা গ্রহণ ব্যতিরেকে কোভিড-১৯ কর্তৃক সৃষ্ট বিরূপ আর্থিক পরিস্থিতি নিজস্ব ক্ষমতায় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, ব্যয় সাশ্রয় নীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১২৯১৯.৪৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এসময় করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ২৪.৩৪ লক্ষ টাকা। একই অর্থ বছরে সংস্থাটি তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ

আয়কর, ডিএসএল, ভ্যাট, লভ্যাংশ, লাইসেন্স ফি, আবগারী শুল্ক এবং খাজনা ভাড়া ও কর খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ৮০৯.১৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মাত্র ৭ (সাত) টি স্থাপনা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন ৫৩টি পর্যটন স্থাপনা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি নিজস্ব অর্থায়নে ও সরকারি সহায়তায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, সিলেট, কুয়াকাটা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জসহ দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, রেস্তোরাঁ, বার, সুইমিং পুল, গল্ফ বার, পর্যটন সেবা কেন্দ্র এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রবর্তন করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালনাধীন ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) ১৯৭৪ সাল থেকে পর্যটন খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) এর অধিক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, বিমান সংস্থা ও অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরীর ফলে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং একইসাথে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ও উদ্যোক্তা তৈরী হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থাটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলেছে এবং জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সংস্থাটি দেশে ও বিদেশে পর্যটন শিল্পের প্রচারণায় নানাবিধ প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কার্যক্রমের দর্পণ হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এই সংস্থা কর্তৃক গত অর্থ বছরে নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় নির্মিত পর্যটন সুবিধাদি এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা জরুরী বিধায় এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই বার্ষিক প্রতিবেদনে গত অর্থ বছরে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট থেকে আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত পর্যটন গবেষক, ভ্রমণপিপাসু মানুষ, সাংবাদিক, পর্যটন উন্নয়নকর্মী ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের উপকারে আসবে। এছাড়া জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশপূর্বক এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে প্রতিবেদনটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

এবছর প্রতিবেদনটি পুস্তক আকারে মুদ্রণের পাশাপাশি সংস্থার ওয়েবসাইটেও পিডিএফ আকারে প্রকাশ করা হলো। এতে করে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদনটি তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের নজরে এলে তা সংশোধনের জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, যাদের শ্রম ও মেধায় এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক
চেয়ারম্যান (গ্রুপ-১)

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

০১. ভূমিকা

১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)’ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০২. রূপকল্প (ভিশন)

বাংলাদেশ কে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করা।

০৩. অভিলক্ষ্য (মিশন)

- ১) পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি করা;
- ২) উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ৩) টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

০৪. দায়িত্ব ও কার্যাবলি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২ এবং ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (সংশোধিত) আইন ২০২২’ অনুযায়ী বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে দু’টি মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে:

- পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়ন;
- সারাদেশে পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি সৃষ্টি এবং তা পরিচালনা।

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সূচাৰুৰূপে পালন করে চলেছে:

১. অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টি;
২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
৩. দেশে ও বিদেশে পর্যটন-এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক সকল কার্য সম্পাদন;
৪. দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
৬. সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশের সাথে পর্যটন চুক্তি সম্পাদন;
৭. পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা এবং দেশে-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা;
৮. পর্যটকদের জন্য হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার ফ্রিইং ও পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান ও পরিচালনা;
৯. ট্রাভেল এজেন্সি গঠন এবং দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানি, এয়ারলাইন্স, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা;

১০. কার্যকর কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উৎসাহিতকরণ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিকল্পে দেশের নারী জনগোষ্ঠীকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
১১. প্রকৃতি, জীব-বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে ইকো-ট্যুরিজম ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে ethno-tourism এর উন্নয়ন;
১২. পর্যটন শিল্পে শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ।

০৫. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পরিচালনার আইনি কাঠামো

- ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২
- খ) Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022
- গ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন চাকুরি বিধিমালা, ১৯৮০
- ঘ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯০
- ঙ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০০৬
- চ) জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০
- ছ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জমি ও স্থাপনাসমূহ লীজ প্রদানের নীতিমালা, ২০১৩

০৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর প্রধান নির্বাহী হলেন ‘চেয়ারম্যান’। বর্তমানে এই পদে সরকার কর্তৃক একজন গ্রেড-১ পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। তাঁর অধীনে সংস্থায় চারজন যুগ্মসচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা যথাক্রমে সংস্থার বাণিজ্যিক, প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর পরের পর্যায়ে মহাব্যবস্থাপকগণ এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপক, উপব্যবস্থাপক, নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (সংশোধিত) আইন ২০২২’ অনুসারে বাপক-এর নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে একটি পরিচালনা পর্ষদ এর বিধান রয়েছে। এ জন্য ১১ (এগারো) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদের রূপরেখা রয়েছে যার গঠন নিম্নরূপ:

- ক) সভাপতি, সরকার কর্তৃক মনোনীত;
- খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন;
- গ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়);
- ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়);
- ঙ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর লেজিসলেটিভ বিভাগ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়);
- চ) জননিরাপত্তা বিভাগ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়);
- ছ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়);
- জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর দুই জন পরিচালক;
- ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত দুই জন বেসরকারি প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভাগসমূহ

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সংস্থার প্রশাসন বিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংস্থার বিদ্যমান জনবল এর বিবরণ, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ, সিটিজেন চার্টার, এপিএ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০১. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ক. জনবল:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮ + ৪৩১) = ৬৫৯ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ০২-০৯-১৯৯৫ খ্রি. তারিখে ৩২টি পদ এবং ২৭-০১-২০২২ খ্রি. তারিখে ২৩টি পদ, মোট ৫৫টি পদ সৃষ্টি করায় সর্বমোট পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১৪টি। একই সাথে উক্ত পদ হতে গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে ০৫টি পদ বিলুপ্তির আদেশ জারি করা হয়, ফলে বর্তমানে মোট অনুমোদিত পদ এর সংখ্যা ৭০৯টি।

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত প্রধান কার্যালয়	এনাম কমিটি অনুমোদিত বাণিজ্যিক ইউনিট	সরকার অনুমোদিত (জিও দ্বারা সৃষ্ট) প্রধান কার্যালয়	মোট	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
১.	কর্মকর্তা	৭১	৭৮	৪৫	১৯৪	১৭৯	১৫
২.	কর্মচারী	১৫২	৩৫৩	১০	৫১৫	১৪৯	৩৬৬
	সর্বমোট	২২৩	৪৩১	৫৫	৭০৯	৩২৮	৩৮১

বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এ বিভিন্ন পদে ৩২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এবং পদ শূন্য রয়েছে ৩৮১টি। এছাড়া, কার্যসহকারী হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৬১০ জন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের শূন্যপদসমূহ পূরণকল্পে সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক-এর ৩৫টি পদে নিয়োগদানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগ কাজ চলমান রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মকর্তা পর্যায়ে ৬৮ জন এবং কর্মচারী পর্যায়ে ৫০ জন, মোট ১১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাকি হতে ৩১০টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫৮টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ ৩৭টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। বর্তমানে উক্ত পদসমূহের বেতন স্কেল ভেটিং-এর লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ১৯৯০ যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রবিধানমালা প্রস্তুতপূর্বক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে(৩৩৮জন) এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি; এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার; তথ্য অধিকার (RTI); জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; নথি ব্যবস্থাপনা; Effective Budget and Budgetary Control; Cyber security and Digitalization ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ রিসোর্স পারসন দ্বারা মোট ৭৪ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০৭ ঘন্টার লার্নিং সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন মুহূর্ত

০২.বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ'র প্রবর্তন করা হয়। একটি সরকারি অফিস তার কার্যতালিকা, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলকে বিবেচনায় রেখে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। এপিএ'তে সুশাসন সংশ্লিষ্ট পাঁচটি কর্মপরিকল্পনা, যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের লক্ষ্যে গত ০৬-০৭-২০২৩ খ্রি. তারিখ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

০৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সরকারের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। সে মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশিকা অনুসরণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাপক-এর 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো' প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

০৪. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন (E-governance & Innovation) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে সেবা সহজিকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ/বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। সে মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশিকা অনুসরণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাপক-এর জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক অনলাইনভিত্তিক আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটালি অনলাইনে বিভিন্ন আদালত হতে বাপক সংশ্লিষ্ট চলমান মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি পূর্ব হতেই বাপক কর্তৃপক্ষ, আইন বিশেষজ্ঞ ও সংস্থার আইন কর্মকর্তা একত্রে অবগত হতে পারছেন। ফলে মামলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাসময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে সে সাথে সংস্থার অধিকতর স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

০৫. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) হলো নাগরিক (সেবা গ্রহীতা) এবং সেবাদাতার মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, এর মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত তথ্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাপক কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ছক প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

০৬. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর অন্যতম অংশ সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাপক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এটির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণকরতঃ প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর ছক মোতাবেক প্রতি মাসে প্রেরণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩০টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। উক্ত সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিও করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকারের হার ১০০%। প্রণীত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

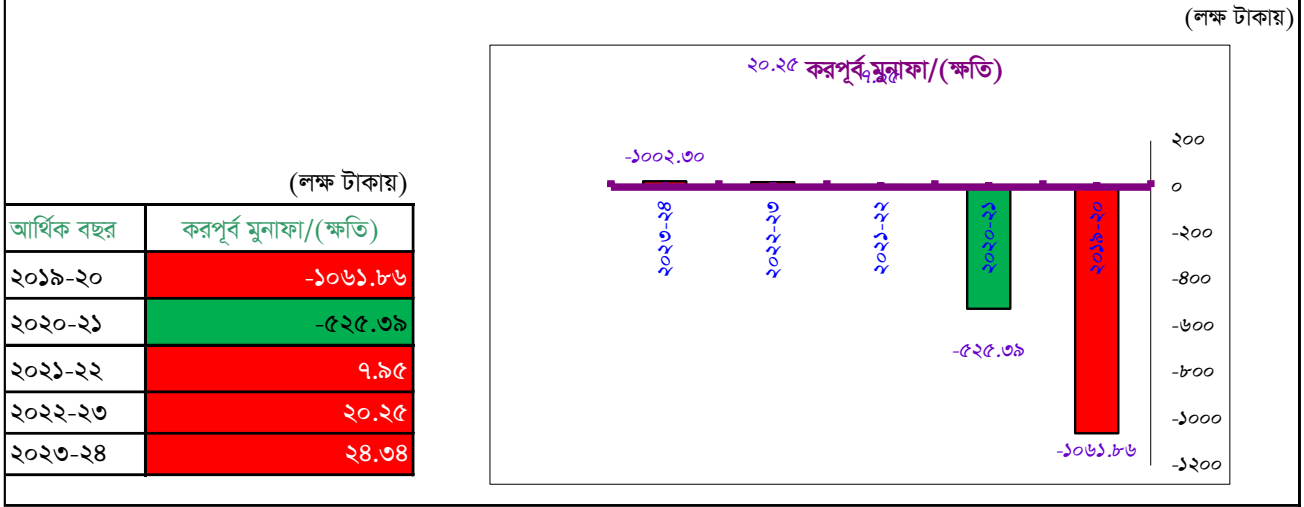
০৭. তথ্য অধিকার (RTI) বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত তথ্য অধিকার বিষয়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত ০৫ (পাঁচ)টি কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা আছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ২৩ (তেইশ)টি আবেদন পাওয়া গেছে। উক্ত চাহিত তথ্য সরবরাহও করা হয়েছে। তথ্য সরবরাহের হার ১০০%। প্রণীত তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

অর্থ বিভাগ

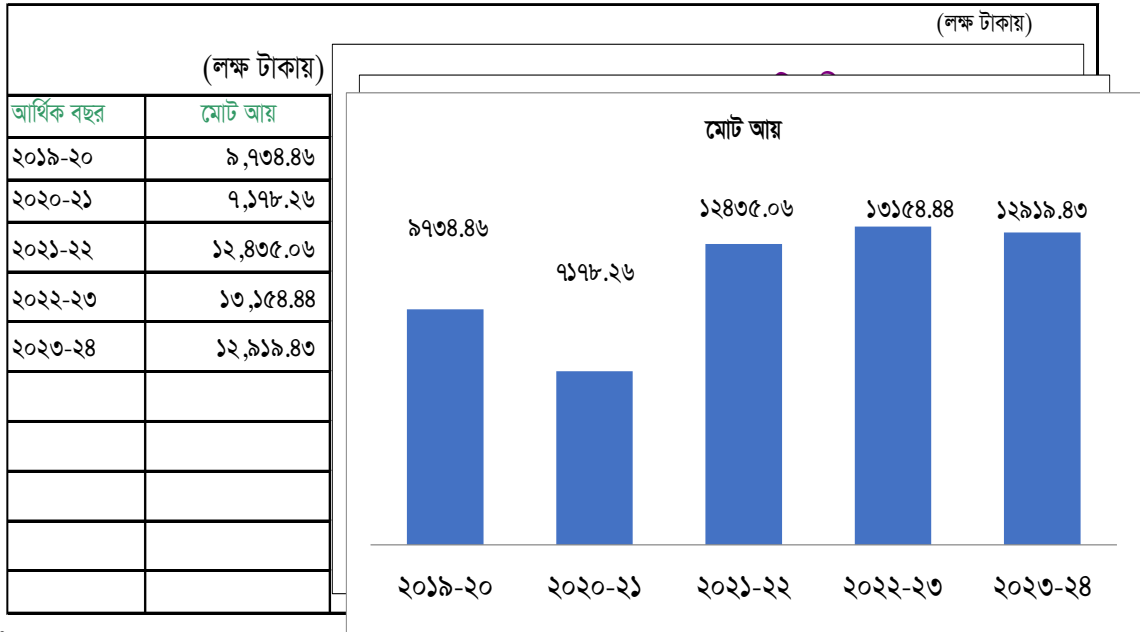
পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো ও সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৭ টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৩ টিতে উন্নীত হয়েছে।

১। গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) :



২। সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরের মোট আয়ের বিবরণ :

বর্তমান কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথাপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট আয় করেছে ৯৭৩৪.৪৬ লক্ষ টাকা, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭১৭৮.২৬ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১২৪৩৫.০৬ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৩১৫৪.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১২৯১৯.৪৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলো



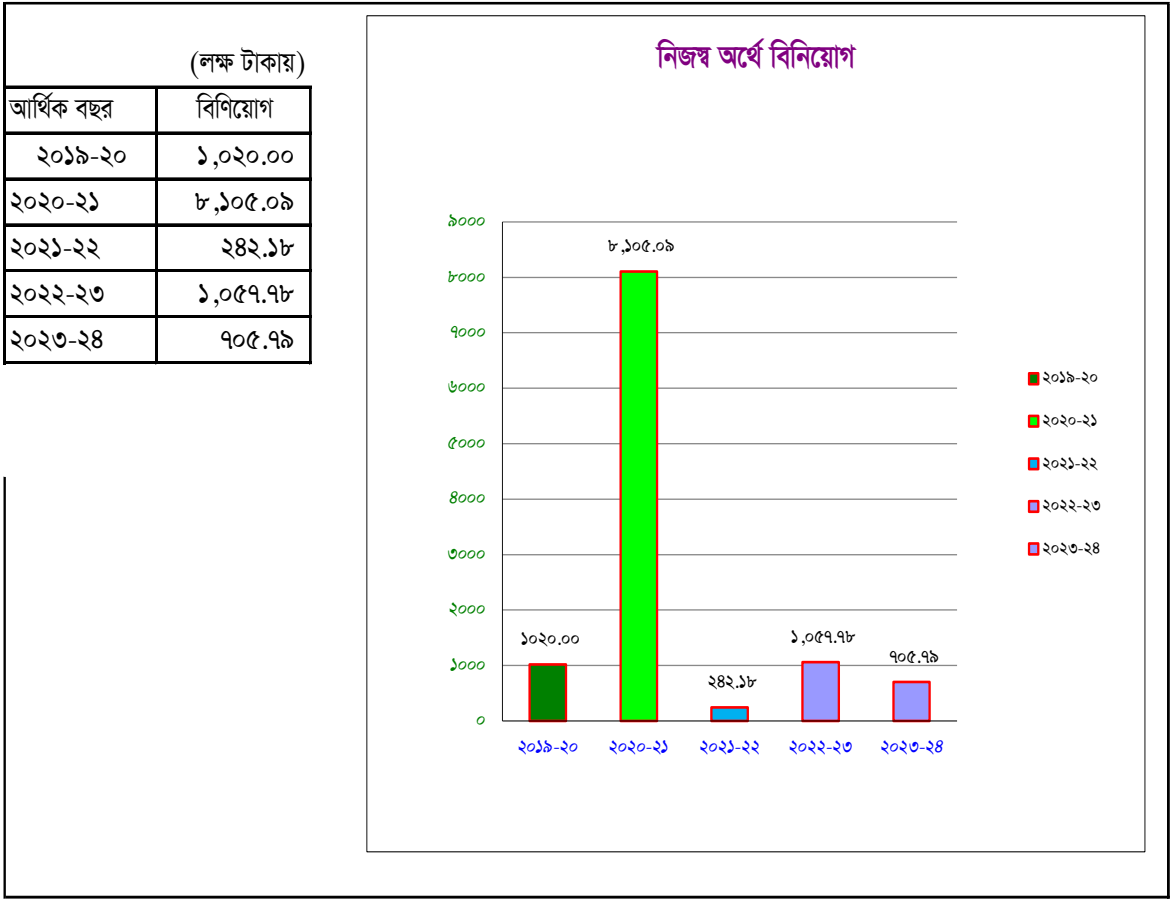
৪

৩। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ :

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের জন্য ৭০৫.৭৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০৫৭.৭৮ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৪২.১৮ লক্ষ টাকা, ২০২০-২১ অর্থ বছরে

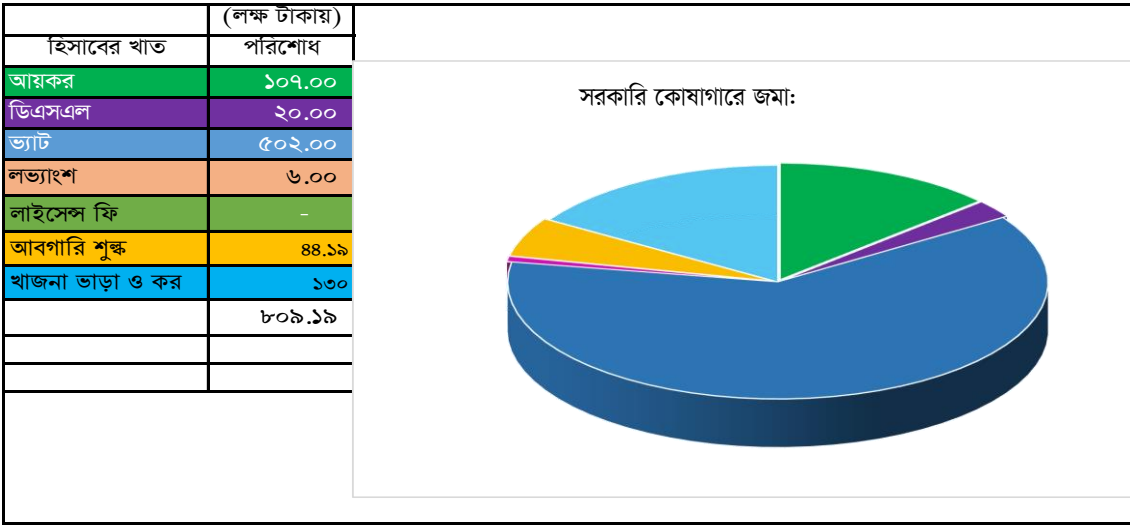
৳১০৫.০৯ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগ করা হয়েছে ১০২০.০০ লক্ষ টাকা। নিম্নে উল্লিখিত অর্থবছরে বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো :-

(লক্ষ টাকায়)



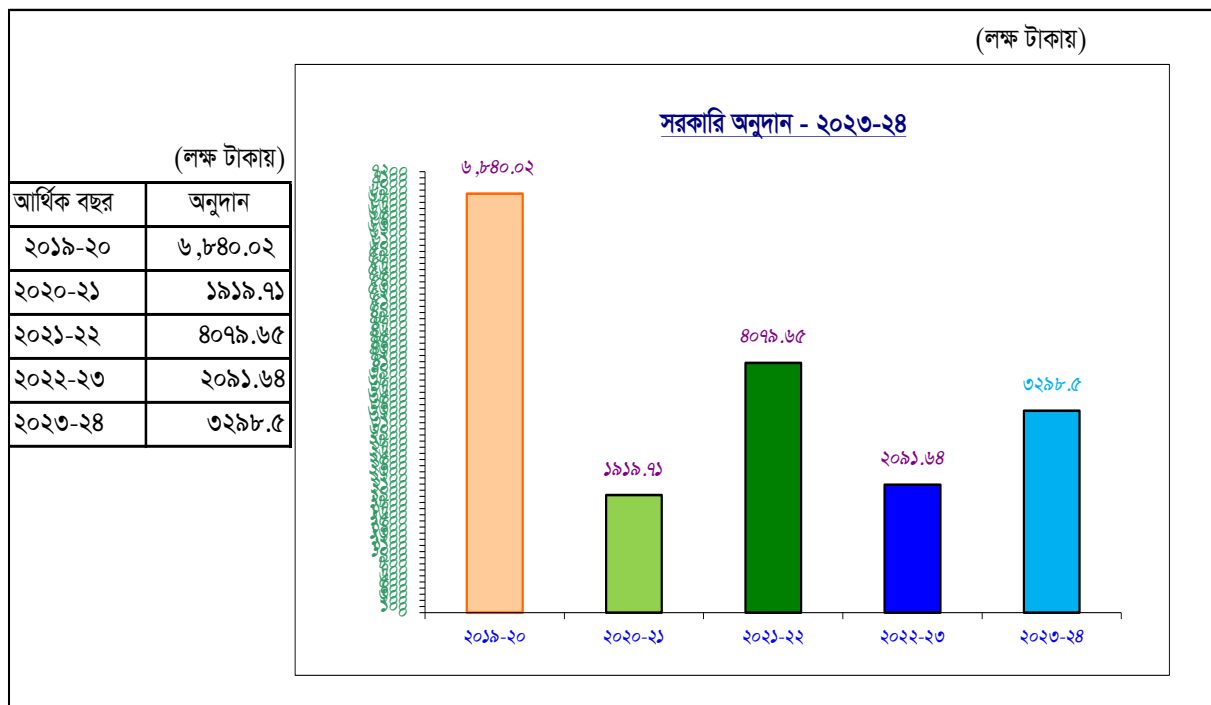
৫। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : টাকা- ৳০৯.১৯ লক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, ও ভ্যাট লভ্যাংশ, লাইসেন্স ফি, আবগারী শুল্ক এবং খাজনা ভাড়া ও কর খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ৳০৯.১৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর একটি বিবরণ পাই চিত্রে উপস্থাপিত হলো:



৬। সরকারী অনুদান :

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাপক সরকারের নিকট থেকে ০৭(সাত) টি চলমান প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য ৩২৯৳.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছে। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি তুলনা বার চিত্রে উপস্থাপন করা হলো :-



৭। বাজেট :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পর্যটন উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৬,৬২৮.৮২ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ছয় মাসের প্রকৃত ব্যয় ২০২৩-২০২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২০২৩
ক	ক. রাজস্ব/বিক্রয়					
১	প্রধান কার্যালয়	১,৬৩৫.৫১	১,৪৩৭.২৬	৪৭৮.৪৫	১,৩৩৬.৫২	১,২১১.৮৩
২	ইউনিট	১৭,০৩৯.৮১	১৫,৯৭৩.৭৮	৬,৬৩২.৫৯	১৪,৮২১.৩০	১১,৫৪৮.৪৯
	মোট রাজস্ব	১৮,৬৭৫.৩২	১৭,৪১১.০৪	৭,১১১.০৪	১৬,১৫৭.৮২	১২,৭৬০.৩২
খ	ব্যয়/খরচ					
১	প্রধান কার্যালয়	৪,০৯০.৬০	৪,০০৮.১০	৮৬৬.৭০	৩,৮৯৭.১০	২,৮০১.৭৭
২	ইউনিট	১৩,৮২৪.৮৯	১৩,০৩৯.২৮	৫,৩৪০.৮২	১২,১৫১.৬৪	৯,৯৩৮.৩০
	মোট খরচ	১৭,৯১৫.৪৯	১৭,০৪৭.৩৮	৬,২০৭.৫২	১৬,০৪৮.৭৪	১১,৭৪০.০৭
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	৭৫৯.৮৩	৩৬৩.৬৬	৯০৩.৫২	১০৯.০৮	২০.২৫
	উন্নয়ন বাজেট					
১	এডিপি/ সরকারি অনুদান	৫,২০০.৬০	৩,৯৭৩.০০	৩০১.১৭	৮৩০০.০০	২,১০৭.৩৮
২	নিজস্ব অর্থায়ন	১,৪২৮.২২	৯৪৪.২৫	৬০.৮৯	১,২৩৪.০৫	১,০৫৭.৭৯
	মোট উন্নয়ন বাজেট	৬,৬২৮.৮২	৪,৯১৭.২৫	৩৬২.০৬	৯,৫৩৪.০৫	৩,১৬৫.১৭
	মোট বাজেট	২৪,৫৪৪.৩১	২১,৯৬৪.৬৩	৬,৫৬৯.৫৮	২৫,৫৮২.৭৯	১৫,৯০৫.২৪
১	রাজস্ব বাজেট	১৭,৯১৫.৪৯	১৭,০৪৭.৩৮	৬,২০৭.৫২	১৬,০৪৮.৭৪	১২,৭৪০.০৭
২	উন্নয়ন বাজেট	৬,৬২৮.৮২	৪,৯১৭.২৫	৩৬২.০৬	৯,৫৩৪.০৫	৩,১৬৫.১৭
	মোট বাজেট	২৪,৫৪৪.৩১	২১,৯৬৪.৬৩	৬,৫৬৯.৫৮	২৫,৫৮২.৭৯	১৫,৯০৫.২৪

৮। আয়-ব্যয়ের হিসাব

১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাপক এর একত্রীভূত লাভ/(ক্ষতি) বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
১	১৯৭২-৭৩	০.৮০	১৭.৯১	(১৭.১১)
২	১৯৭৩-৭৪	১৯.৮১	৬২.০৭	(৪২.২৬)
৩	১৯৭৪-৭৫	৪৮.৭৮	১০১.০৯	(৫২.৩১)
৪	১৯৭৫-৭৬	৪৫.৬৪	১২৪.৪৪	(৭৮.৮০)
৫	১৯৭৬-৭৭	৬২.৫৫	১২৫.৮৯	(৬৩.৩৪)
৬	১৯৭৭-৭৮	১০০.৩৯	১৮০.০৮	(৭৯.৬৯)
৭	১৯৭৮-৭৯	১৩৭.১০	২১৭.৮৫	(৮০.৭৫)
৮	১৯৭৯-৮০	২২১.৯৯	৩৫১.১৫	(১২৯.১৬)
৯	১৯৮০-৮১	২৯৭.৫৪	৪২৩.৭৫	(১২৬.২১)
১০	১৯৮১-৮২	৩৩৪.৭১	৫০১.৮৫	(১৬৭.১৪)
১১	১৯৮২-৮৩	৪২৯.৮৭	৫৪১.৯০	(১১২.০৩)
১২	১৯৮৩-৮৪	৯১৬.৮৮	৮৯১.৩৮	২৫.৫০
১৩	১৯৮৪-৮৫	১,৪১৮.৫০	১,২১৫.৩৫	২০৩.১৫
১৪	১৯৮৫-৮৬	১,৫৬৯.৬৫	১,৪০৭.০৪	১৬২.৬১
১৫	১৯৮৬-৮৭	২,২৭৬.২৪	২,১৮৯.৭৪	৮৬.৫০
১৬	১৯৮৭-৮৮	৩,৬৫৯.৮৮	৩,৩৬৩.০৫	২৯৬.৮৩
১৭	১৯৮৮-৮৯	৩,৯৫০.৫০	৩,৬১০.২১	৩৪০.২৯
১৮	১৯৮৯-৯০	৪,৩৪০.৩৬	৩,৯৭৫.৪৬	৩৬৪.৯০
১৯	১৯৯০-৯১	৫,০৭৯.৭০	৪,৮৫২.৯২	২২৬.৭৮
২০	১৯৯১-৯২	৪,২৫৪.৩১	৩,৯৭০.৪৯	২৮৩.৮২
২১	১৯৯২-৯৩	৪,৬৭৩.৮৩	৪,২৮৯.৩৬	৩৮৪.৪৭
২২	১৯৯৩-৯৪	৪,৩৮৫.১৭	৪,০০৫.০১	৩৮০.১৬
২৩	১৯৯৪-৯৫	৪,৮৫৯.৩৭	৪,৩৭৮.২১	৪৮১.১৬
২৪	১৯৯৫-৯৬	২,৪৫৫.৫১	২,২১৮.৮৪	২৩৬.৬৭
২৫	১৯৯৬-৯৭	৩,৭৬৮.৭৬	৩,৫৩৮.৪৯	২৩০.২৭
২৬	১৯৯৭-৯৮	৪,৫৪১.৮৭	৪,৩০৪.২৬	২৩৭.৬১
২৭	১৯৯৮-৯৯	৩,৭৭৬.৪৯	৩,৫৯২.৫৯	১৮৩.৯০
২৮	১৯৯৯-০০	৩,৮২৯.০০	৩,৫২৮.৯৭	৩০০.০৩
২৯	২০০০-০১	৩,৩৮৮.২৬	৩,১৮৭.১৪	২০১.১২
৩০	২০০১-০২	৩,২৪৮.২৬	৩,১২৯.৩২	১১৮.৯৪
৩১	২০০২-০৩	২,৯৮০.৩২	২,৮৫৩.৮৬	১২৬.৪৬
৩২	২০০৩-০৪	৩,৬৭৮.০৯	৩,৫৭৫.৮৬	১০২.২৩
৩৩	২০০৪-০৫	৪,০৪৮.৭৮	৩,৯৪৬.৭৬	১০২.০২
৩৪	২০০৫-০৬	৪,৩৩৪.৩৭	৪,২৩০.৭৫	১০৩.৬২
৩৫	২০০৬-০৭	৩,৫৬৮.০২	৩,৭২০.৩২	(১৫২.৩০)
৩৬	২০০৭-০৮	৩,৭৩০.০৩	৩,৮৮৪.৯১	(১৫৪.৮৮)
৩৭	২০০৮-০৯	৩,৫৯৮.৬০	৩,৭৯২.৩৫	(১৯৩.৭৫)
৩৮	২০০৯-১০	৪,৫৩৫.৮৮	৪,৫১২.৪৭	২৩.৪১
৩৯	২০১০-১১	৫,৯২৪.৯৯	৫,৮১৭.৭৬	১০৭.২৩
৪০	২০১১-১২	৭,১৫৪.৩১	৬,৮৬২.৬৩	২৯১.৬৮
৪১	২০১২-১৩	৭,১৬৮.৩৩	৬,৫৫৬.০০	৬১২.৩৩
৪২	২০১৩-১৪	৭,২২৩.৪০	৬,৯১৮.০৯	৩০৫.৩১
৪৩	২০১৪-১৫	৭,২৬২.২৭	৭,০১৩.১৯	২৪৯.০৮

ক্র. নং	অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
৪৪	২০১৫-১৬	৭,৯৫০.৪৬	৭,৮৪৩.৪৪	১০৭.০২
৪৫	২০১৬-১৭	১০,০৪৭.৩০	১০,৪৩২.৩৯	(৩৮৫.০৯)
৪৬	২০১৭-১৮	১১,৩৪৮.১৯	১১,২৩৯.৪৫	১০৮.৭৪
৪৭	২০১৮-১৯	১১,৩৪৭.৭৩	১১,৩৫৬.৮৪	(৯.১১)
৪৮	২০১৯-২০	৯,৭৩৪.৪৬	১০,৭৯৬.২৮	(১,০৬১.৮২)
৪৯	২০২০-২১	৭,৫২৬.৭১	৮,০৫২.১০	(৫২৫.৩৯)
৫০	২০২১-২২	১২,৪৩৫.০৬	১২,৪২৭.১১	৭.৯৫
৫১	২০২২-২৩	১৩,১৫৪.৪৪	১৩,১৩৪.১৯	২০.২৫
৫২	২০২৩-২৪	১২,৯১৯.৪৩	১২,৮৯৫.০৯	২৪.৩৪
	সর্বমোট =	২,৩০,১৪৭.০৪	২,২৬,৫৪১.৫৪	৩,৬০৫.৫০ (মুনাফা)

পরিকল্পনা বিভাগ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পরিকল্পনা বিভাগ দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১) সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন :

সরকারি পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটন অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি তৈরীর জন্য গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক ৩০৪.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলনে ০৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন ছিল। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৯.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩২.৯৭ কোটি টাকা। এডিপি বাস্তবায়ন হার ৯৪%। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে “পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) এবং “বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প ২টির বাস্তবায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে ‘দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহের লক্ষ্যে পর পর ৩ বার দরপত্র আহ্বান করার পরেও কেউ দরপ্রস্তাব দাখিল না করায় এবং বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান চলমান অর্থনৈতিক মন্দা হতে দেশের অর্থনীতিকে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকরণের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। বাকী ৪ টি প্রকল্প চলমান আছে।

২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ:

- ৫২.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলনে জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২৪ মেয়াদকালে “পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় বাগেরহাটে পর্যটন হোটেল নির্মাণ; গাজিপুরস্থ সালনায় কটেজ, রেস্টোরাঁ, কনফারেন্স হল, ৭ কক্ষের একটি হোটেল, পিকনিক শেড, ওয়াশরুম, রাইডস ইত্যাদির সমন্বয়ে পিকনিক স্পট ও রিসোর্ট নির্মাণ; রাজশাহী পর্যটন মোটেলে লিফট স্থাপন; সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে যমুনা নদী কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র এবং নারায়ণগঞ্জস্থ বারদি পর্যটন কেন্দ্রে রাইডস স্থাপন কাজ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের অধীন ইতোপূর্বে ১০টি বিদ্যমান হোটেল এর সংস্কার, ০৪টি ট্যুরিস্ট কোচ এবং ০৪টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে সাইনেজ স্থাপন, বাপক এর স্থাপনায় নিরাপত্তার জন্য আইপি ক্যামেরা স্থাপন, দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে ০৫টি ‘পর্যটন সেবা কেন্দ্র নির্মাণ’, কাজিপুর যমুনা নদী কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জস্থ বারদি পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, কুয়াকাটা এবং কক্সবাজারে ০২টি চেঞ্জিং ক্লোসেট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।



কটেজ, সালনা পিকনিক স্পট ও রিসোর্ট



পর্যটন হোটেল, বাগেরহাট



যমুনা নদী কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ

- ১৮.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে “বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অধীন জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২৪ মেয়াদকালে বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর দিঘীকে কেন্দ্র করে রেস্ট হাউস, ফুড কোর্ট, সুভোনির শপ, পিকনিক শেড, দৃষ্টি নন্দন এক্সটেন্ডেড ডেক, প্ল্যাটফর্ম ফর বোটিং হাউজ, ওয়াশ ব্লক, সুপারিসর প্রবেশ গেট, বিনোদন সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।



পর্যটন রেস্ট হাউজ, দুর্গাসাগর, বরিশাল

৩) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিবরণ:

- “চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৭১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলনে অধিগ্রহণকৃত ১৩.৩৬ একর জমির উপর ১০টি সিঙ্গেল কটেজ ও ০৪টি ডুপ্লেক্স কটেজ; ০৩টি ভিআইপি সুইট কক্ষ ও ০৬ টি ডিলাক্স কক্ষ, ১২০ আসনের রেস্টোরাঁ, ১২০ আসনের কনভেনশন হল ইত্যাদি সুবিধাদির সমন্বয়ে ০১টি মাল্টি পারপাস ভবন; ১৬টি ডিলাক্স কক্ষ, ১২টি স্টাফ কক্ষ ও ১২টি ড্রাইভার কক্ষ সম্বলিত ১টি সার্ভিস ব্লক; ২টি পিকনিক সেড; ৬০টি কার পার্কিং; কৃত্রিম লেক;

এ্যামিউজমেন্ট সুবিধাদি এবং ল্যান্ড স্কেপিং ইত্যাদি নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৪৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৬৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্তির জন্য প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।



চট্টগ্রামস্থ পারকিতে নির্মাণাধীন কটেজ ও থ্রিডি ভিউ

- “নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিব্বুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের অধীন হাতিয়া ও নিব্বুম দ্বীপে আবাসন, ক্যাটারিং এবং বিনোদন সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৭.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬%। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
- “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৬.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলনে বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের অধীন ২য় মহানন্দা ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে বন্দোবস্তকৃত ৪৪.৫১ একর জমির উপর আবাসন, ক্যাটারিং, পিকনিক সেড, আমবাগান, এ্যামিউজমেন্ট সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ১০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ২৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। এ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।



সীমানা প্রাচীর ঘেরা মহানন্দা পর্যটন কেন্দ্র

“পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৩৯.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০২-০৬-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদন পরবর্তী পঞ্চগড় জেলা সদরে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয় এবং জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় কর্তৃক ৭ ধারা জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পঞ্চগড় জেলা সদরের পরিবর্তে তেঁতুলিয়া উপজেলায় পর্যটন মোটেল এবং বিনোদন কেন্দ্র/রিসোর্ট স্থাপনের লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ৪ ধারার নোটিশ জারি সম্পন্ন হয়েছে। ৭ ধারা জারির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের অধীন আবাসন, ক্যাটারিং ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে।

বাণিজ্যিক বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর মূল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে। অধীনস্থ ইউনিটসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইউনিটের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ৭ টি ইউনিট নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর অধীনে মোট ইউনিটের সংখ্যা মোট ৫৩ টি। এর মধ্যে রয়েছে হোটেল, মোটেল, রেস্টোরা, বার, পিকনিক স্পট, ইত্যাদি।

একনজরে বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ:

□ মোট বাণিজ্যিক ইউনিট/স্থাপনার সংখ্যা	:	৫৩ টি
□ রেস্টোরাঁসহ আবাসিক হোটেল/মোটেলের সংখ্যা	:	২৬ টি
□ আবাসিক ব্যতীত রেস্টোরাঁর সংখ্যা	:	০৭ টি
□ মোট আবাসিক শয্যা সংখ্যা	:	১৮৮৩ টি
□ রেস্টোরাঁর মোট আসন সংখ্যা	:	১৯৭৪ টি
□ পিকনিক স্পট	:	০২ টি
□ বিশেষ ধরনের ইউনিট (এনএইচটিটিআই, ডিএফও, রেন্ট-এ-কার, সুইমিং পুল)	:	০৪ টি
□ বার	:	১১ টি
□ এমিউজমেন্ট পার্ক	:	০২ টি
□ কটেজ	:	০১ টি

বাপক এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইউনিটের তালিকা:

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা	পর্যটন মোটেল, সিলেট
হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার	জাফলং মোটেল, সিলেট
মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার	মাধবকুন্ড রেস্টোরাঁ, মৌলভীবাজার
মোটেল উপল, কক্সবাজার	পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর
মোটেল লাবণী, কক্সবাজার	পর্যটন মোটেল, রংপুর
হোটেল নেটং, টেকনাফ	পর্যটন মোটেল, রাজশাহী
পর্যটন মোটেল, বান্দরবান পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, বগুড়া
পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, বেনাপোল
হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম	হোটেল পশুর, মংলা

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
হোটেল মধুমতি, টুংগীপাড়া	পর্যটন কেন্দ্র, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ
পর্যটন হলিডে হোমস ও ইয়ুথ ইন, কুয়াকাটা	আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা
জয় রেস্টরাঁ, সাভার	গলফ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার
এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ সচিবালয়	ডিউটি ফ্রি অপারেশন, মহাখালী, ঢাকা
সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা
ময়ূরী ও ঙ্গল রেস্টরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা	রেন্ট-এ-কার ও টুরস্ বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা
সাগরদাঁড়ি পর্যটন কেন্দ্র, কেশবপুর, যশোর	সুইমিং পুল ও কনভেনশন সেন্টার, কক্সবাজার
পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর	চিলড্রেস এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট
পর্যটন রেস্টরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারোল, দিনাজপুর	সালনা রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট, গাজীপুর
রুফটপ রেস্টরাঁ, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	বারদি পর্যটন কেন্দ্র, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ:

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
সাকুরা রেস্টরাঁ ও বার, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা	রাজশাহী বার, রাজশাহী মোটেল, রাজশাহী
রুচিতা রেস্টরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা	বগুড়া বার, বগুড়া মোটেল, বগুড়া
মেরী এন্ডারসন ভাসমান বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ	মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা
চট্টগ্রাম বার, মোটেল সৈকত, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম	ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম
রাঙামাটি বার, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি	পিকনিক স্পট, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
সিলেট বার, সিলেট মোটেল, সিলেট	কটেজ ও রেস্টরাঁ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে, সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে নতুন ৩টি বাণিজ্যিক ইউনিটের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বিশেষায়িত ইউনিটসমূহ

১.ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর কার্যক্রম

পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা NHTTI প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৫৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্সসহ বিভিন্ন পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ:

NHTTI কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছে:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১০ মাস
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাইজকিপিং এ্যান্ড লড্জি অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারী এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
১২	ফুড হাইজিন এ্যান্ড সেনিটেশন (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	৩ সপ্তাহ
১৩	নন এ্যালকোহলিক বেভারেজ প্রোডাকশন	৩ সপ্তাহ

এনএইচটিটিআই এর বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী:

লক্ষ টাকায়

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	অপারেটিং লাভ	অবচয়	সর্বমোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা
২০২৩-২৪	৮০২.৩২	৪৯১.০১	৩১১.৩১	৩.১৭	৪৯৪.১৮	৩০৮.১৪

এনএইচটিটিআই এর বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণী:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মাসের নাম	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রী
০১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স (১৮ সপ্তাহ)	অক্টোবর'২৩	২০৫	৩৯	২৪৪

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মাসের নাম	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রী
০২	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স (১৮ সপ্তাহ)	ফেব্রুয়ারি'২৪	২০১	৬৪	২৬৫
০৩	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স (১৮ সপ্তাহ)	জুন'২৪	১৮৫	৬১	২৪৬
০৪	দীর্ঘমেয়াদী কোর্স (২/১ বছর মেয়াদী)	জানুয়ারি'২৩	২২৮	৪৪	২৭২
০৫	স্পেশাল কোর্স অন ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন	জুলাই'২৩	৩১	১৪	৪৫
০৬	নন এ্যালকোহলিক এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	জুলাই'২৩	২২	১৩	৩৫
০৭	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	আগস্ট'২৩	২২	-	২২
০৮	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	আগস্ট'২৩	১১	-	১১
০৯	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সেপ্টেম্বর'২৩	০১	০৬	০৭
১০	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, বেজা	অক্টোবর'২৩	২০	-	২০
১১	স্পেশাল কোর্স অন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রী অপারেশন্স	অক্টোবর'২৩	১৮	০২	২০
১২	ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন	অক্টোবর'২৩	৭৩	০৭	৮০
১৩	নন এ্যালকোহলিক বেভারেজ প্রোডাকশন	নভেম্বর'২৩	১৫	০৭	২২
১৪	ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন	জানুয়ারি'২৪	১৪	০৪	১৮
১৫	স্পেশাল কোর্স অন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রী অপারেশন্স	জানুয়ারি'২৪	১৮	-	১৮
১৬	নন এ্যালকোহলিক বেভারেজ	ফেব্রুয়ারি'২৪	৩৫	১৬	৫১
১৭	ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন	মে'২৪	৭৭	২৭	১০৪
১৮	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	মে'২৪	০৮	-	০৮
		মোট=	১,১৮৪	৩০৪	১,৪৮৮

২০২৩-২০২৪ সাল পর্যন্ত এনএইচটিটিআই-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

১. ৬টি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স (এনসিসি), ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল সেফ কোর্স, কুলিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল বেকিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষ করে পর্যটন শিল্পে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কর্মরত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২,৫০০ জন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২. এনএইচটিটিআই-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের হার শতকরা ৯৫ ভাগ যা সংস্থার অধীনস্থ এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বাক্ষরস্বরূপ;
৩. দেশের অন্যতম সেরা পাঁচ তারকা হোটেল Le Meridien Dhaka, Pan Pacific Sonargaon, Dhaka Sheraton, Hotel Six Season, Hotel Amari, Ocean Paradise, Royal Tulip, Radisson, Westin Dhaka, Grand Sultan, Hotel Olive, Hotel Four Points by Sheraton সহ বিভিন্ন হোটেল/মোটেল ও রেস্তোরাঁয় ০৩(তিন) হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী সুনামের সাথে কাজ করছে;
৪. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস কোর্সে মোট ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মোট ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মোট ০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
৭. বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি (বেজা)-র মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
৮. হাইজকপিং এ্যান্ড লন্ড্রী অপারেশন স্পেশাল কোর্সে ২ ধাপে মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
৯. ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন শর্ট কোর্সে ০৩ ধাপে মোট ২০২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
১০. নন এ্যালকোহলিক বেভারেজ শর্ট কোর্সে ০২ ধাপে মোট ৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
১১. ট্রাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্ট-এর মোট ০৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
১২. ভারতে অনুষ্ঠিত Young Chef Olympiad-এ এনএইচটিটিআই-এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
১৩. বান্দরবানে অনুষ্ঠিত ট্যুর গাইড কোর্সে মোট ২৫ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১. প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Foreign Exchange Program” চালুকরণ;
২. মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য “Satellite Training Centre” চালুকরণ;
৩. চাহিদা সম্পন্ন বিষয়সমূহ সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমান কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদকরণ;
৪. বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ToT (Training on Teachers) পদ্ধতিতে BMET-এর মাধ্যমে বিদেশে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. গবেষণা সেল গঠনের মাধ্যমে পর্যটন বিষয়ক গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে NHTTI-এর মান উন্নয়ন;
৬. ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ;
৭. ফরাসী এবং চাইনিজ ভাষা কোর্স চালুকরণ।



এনএইচটিটিআই ভবন



এন সি সি কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাপক-এর চেয়ারম্যান মহোদয়



চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ



বেকারি এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন বিভাগের ব্যবহারিক ক্লাস চলাকালীন মুহূর্ত



ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস বিভাগের প্রশিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ



ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অপারেশন্স এবং ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেশন কোর্সের ক্লাস চলাকালীন মুহূর্ত



ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিভাগের ক্লাস চলাকালীন মুহূর্ত এবং হাতে কলমে



ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিভাগ-এর প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



হাউজকিপিং এ্যান্ড লন্ড্রী অপারেশন্স বিভাগের প্রশিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ



সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান



এনএইচটিআই-এর দাপ্তরিক সভা

২. ডিউটি ফ্রি অপারেশন বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী বিমান যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমান বন্দরে প্রথম শুদ্ধমুক্ত বিপণী উদ্বোধন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হবার পর পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক তিনটি বিপণী চালু করা হয় এবং একই বিমান বন্দরে ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের আপ্যায়নের সুবিধার্থে ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ হতে স্ল্যাকস কর্ণার চালু হয়। অপরদিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুদ্ধমুক্ত বিপণী (আগমন) এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ১১ই মে শুদ্ধমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিগত ০৭-০৮-২০০৩ তারিখে শুদ্ধমুক্ত বিপণী (বহির্গমন/আগমন ও স্ল্যাকস কর্ণার) চালু করা হয়। সর্বশেষ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রানজিট যাত্রীগণের সুবিধার্থে ট্রানজিট লাউঞ্জে ড্রিংকস কর্ণার চালু করা হয়। সে মোতাবেক বিদেশগামী যাত্রীদের সেবা প্রদান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে শুদ্ধমুক্ত বিপণী ও স্ল্যাকস কর্ণারসমূহ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত বিদেশী কর্মীদের সেবা প্রদানের জন্য গ্রীন সিটিতে স্থাপিত পর্যটন বার ও রেস্তোরাঁটি ০১-১১-২০২১ তারিখ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধমুক্ত বিপণী, স্ল্যাকস কর্ণার, পর্যটন বার ও রেস্তোরাঁর বিবরণ:

পর্যটন সুবিধাদির নাম	সংখ্যা	অবস্থান
শুদ্ধমুক্ত বিপণী	০৭ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০৩টি (আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট) ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি (আগমন ও বহির্গমন) ৩) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি (আগমন ও বহির্গমন)
স্ল্যাকস ও ড্রিংকস কর্ণার	০৫ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০২টি ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০৩টি
কফি শপ	০১ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০১টি (বহির্গমন)
সুইটস্ কর্ণার	০১ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ - ০১টি (বহির্গমন)
বার ও রেস্তোরাঁ	০১ টি	১) রূপপুরস্থ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০০ আসনের রেস্তোরাঁ ও ২০ আসনের বার

শুদ্ধমুক্ত বিপণীতে বিক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ:

আমদানীকৃত পণ্য: বিদেশ হতে আমদানীকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, হুইস্কি, ভদকা, রাম, জিন, ওয়াইন, বিয়ার, বিভিন্ন ধরনের চকলেট, সানগ্লাস, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পারফিউম, আফটার শেভ, গুডো দুধ, ফ্লেভার ড্রিংকস্, কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ, ওয়াশিং সামগ্রী ইত্যাদি।

স্থানীয় পণ্য: মুক্তার তৈরী অলংকার, সিল্ক শাড়ী, জামদানী শাড়ী, কাতান শাড়ী, টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ী, খদরের পোশাক, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, সেলওয়ার-কামিজ, শাল, নকশী কাঁথা, নকশী করা বেডশীট, গ্রামীণ চেকের পোশাক, বিভিন্ন ধরনের পাট ও চামড়াজাত পণ্য, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনির ও শো পিস এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য, তৈরী পোশাক সামগ্রী ইত্যাদি।

জন্মকৃত পণ্য: কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক জন্মকৃত মদ্য জাতীয় পণ্য ও সিগারেট সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বাপক বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশগামী (বহির্গমন ও ট্রানজিট) যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স এর কার্যক্রমসমূহ:

ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি শুদ্ধমুক্ত বিপণীর মাধ্যমে বিদেশ হতে আগত ও বিদেশগামী যাত্রীদের নিকট শুদ্ধমুক্ত পণ্য বিক্রির সেবা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে:

- দেশি-বিদেশি যাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পণ্য/সুভেনির বিক্রয়;
- বিক্রয়তব্য পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা;
- আমদানীকৃত বন্ডেড পণ্য গুদামে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য বিপণীতে স্থানান্তর/সরবরাহ করা;
- স্ল্যাকস কর্ণার/ড্রিংকস কর্ণার এর মাধ্যমে বহিঃগামী/ট্রানজিট যাত্রীদের আপ্যায়ন সেবা প্রদান;
- চাহিদা মোতাবেক বিপণীতে আগত যাত্রীদের ডিউটি ফ্রি পণ্যসহ অন্যান্য তথ্য সেবা প্রদান;
- যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বিপণীসমূহে নতুন নতুন আমদানীকৃত শুদ্ধমুক্ত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা;
- বিপণীসমূহে শুদ্ধমুক্ত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আমদানি পাইপ লাইন সচল রাখা;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডলারের আমদানি প্রাপ্যতা সংগ্রহ করা;
- আমদানি প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাৎসরিক আমদানি সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- আমদানি পরিকল্পনার এ্যালকোহলিক অংশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন করা;
- ডিউটি ফ্রি পণ্যের ক্রয় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিগত ০৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব বিবরণী: (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	মোট আয়	অপারেটিং ব্যয়	অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	অবচয়	মোট ব্যয়	কর পূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০২১-২২	৩৯১৫.১৬	৩৫৯৬.৮২	৩১৮.৩৪	১৮.৭৯	৩৬১৫.৬১	২৯৯.৫৫
২০২২-২৩	৩৮৪৪.১৫	২৭৮৪.৯৩	১০৫৯.২২	১৯.৮৩	২৮০৪.৭৬	১০৩৯.৩৯
২০২৩-২৪	৩৭৭০.৫২	২৬০৪.৭১	১১৬৫.৮১	১৮.৭২	২৬২৩.৪৩	১১৪৭.০৯

৩. রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা



দেশি-বিদেশি পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুর ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে রেন্ট-এ-কার সুবিধা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পর্যটন বর্ষের কার্যক্রমের আওতায় গত ৪টি ট্যুরিস্ট কোচ ও ৪টি মাইক্রোবাস রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিটের ভাড়া ও ট্যুর পরিচালনার কাজে সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল, মোটেল ও রেস্টোরাঁ ইত্যাদি

১। হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা



১৯৭৪ সালে এডিপি ও বাপক'র অর্থায়নে ০.৭৬৮০ একর জমিতে হোটেল অবকাশ এবং জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) নির্মাণ করা হয়। হোটেলটি একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৪ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটির ব্যাপক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে একটি মান-সম্পন্ন হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। হোটেলটিতে ১টি এসি সুট ডিলাক্স রুম, ১০টি এসি ডিলাক্স টুইন রুম, ২০টি এসি ডিলাক্স কাপল রুম, ১টি ব্রাইডাল রুম ও ২টি এসি ডিলাক্স কানেক্টিং রুম রয়েছে। এছাড়া ১০০-আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ (মালঞ্চ রেস্টোরাঁ), ১৫০- আসনবিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০-আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২৫-আসনবিশিষ্ট একটি কফি সপ ও একটি পেস্টি এন্ড বেকারী শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

২। এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা



পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান (এনএইচটিটিআই) ও ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স (ডিএফও) এর পুরোনো ভবন একই সঙ্গে ঢাকার মহাখালীতে মোট ০.৭৬৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে এ যাবত ৫৫,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৩। হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম



চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ০.৯১১২ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। একই স্থানে গত ০৩ মে ২০১৬ তারিখে নতুন ভবনে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোট ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ১টি ইন্টারন্যাশনাল সুইট রুম, ৩টি স্ট্যান্ডার্ড সুইট রুম, ৪টি ফ্যামিলি ডিলাক্স কানেক্টিং রুম, ৬৭টি এসি স্ট্যান্ডার্ড কাপল রুম, ৫৭টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন রুম, ১৪টি নন-এসি কাপল রুম, ৬টি নন-এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন রুম, ৬টি এসি ইয়ুথ ইন রুম, ৬টি নন-এসি ইয়ুথ ইন রুম রয়েছে। তাছাড়া ৩০০-আসনবিশিষ্ট কনভেনশন হল, ৩৫০-আসন বিশিষ্ট ব্যাংকুয়েট হল, ১০০ ও ৫০-আসনবিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেশিয়াম, লন্ড্রী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

৪। হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার



কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ২টি রয়েল এসি সুইট রুম, ৭টি এসি কাপল রুম, ১৫টি এসি টুইন রুম রয়েছে। হোটেলটিতে ৫০ আসনের একটি কনফারেন্স হল ও ১০০ আসনবিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী ‘সাগরিকা রেস্তোরাঁ’ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ বার, হোটেল থেকে সী-বিচ পর্যন্ত নিজস্ব ওয়াকওয়ে, ইত্যাদি। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

৫। মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার



কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল প্রবাল এর ভবনটি ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরী ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে। বর্তমানে মোটেলের ৩৪টি আবাসিক কক্ষ এবং হানিমুন কটেজগুলো জাতিসংঘের বিশেষায়িত এক সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।

৬। মোটেল উপল, কক্সবাজার



কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৯.২৭ একর জমির উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল উপল এর ভবনটিও ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ২৩টি এসি টুইন বেড, ১৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ০১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ০১টি ৫০-আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি লাক্সারী কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ০১টি ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটলে অবস্থিত।

৭। মোটেল লাবনী, কক্সবাজার



কক্সবাজারস্থ মোটেল লাবনী ৩.৪ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সৈকত নিকটবর্তী হওয়ায় মোটেলটির নামানুসারে লাবনী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটির মূল ভবনে মোট ৬০ টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি এসি টুইন কক্ষ, ৩৭টি নন-এসি টুইন-বেড ও ২৩টি নন-এসি কাপল-বেড কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্টোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবনী ইয়ুথ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে অপর একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ২৩টি এসি, ১৭টি নন-এসি কক্ষ বিদ্যমান আছে। ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় বর্তমানে মোটেল লাবনী এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

৮। হোটেল নেটং, টেকনাফ



কক্সবাজার থেকে ৭৯ কিঃ মিঃ দূরে টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জমির উপর হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষবিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ১টি সুইট, ৭টি এসি টুইন রুম ও ৭টি নন-এসি টুইন রুম রয়েছে। হোটেলটিতে ৫০-আসনবিশিষ্ট 'মাথিন' রেস্টোরাঁ রয়েছে।

৯। পর্যটন মোটেল, বান্দরবান



৭.০০ একর জমির উপর নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালে। শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দরবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটির ২৬টি কক্ষের মধ্যে ০১টি রয়েল এসি সুটে, ০৩টি এসি থ্রি-বেড ডিলাক্স রুম, ২টি এসি কাপল রুম, ৭টি এসি টুইন রুম, ৩টি নন-এসি থ্রি-বেড রুম, ৯টি নন-এসি রুম রয়েছে। এছাড়া ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ রয়েছে।

১০। পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি



২৮.৩২ একর জমিতে ডিয়ার পার্ক নামক স্থানে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল ভবনে ১৯৭৮ সালে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পুরাতন মোটেলটিতে ১৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ১২টি এসি টুইন বেড রুম, ৬টি নন এসি বেড রুম। ইউনিটে মানসম্মত ০৪টি কটেজ রয়েছে। মোটেল চত্বরে ০২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হয়। লিফট সমৃদ্ধ নির্মিত নতুন ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি সুইট রুম, ১৭টি এসি টুইন বেড, ৫টি এসি কাপল বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ, ০১টি ফাস্ট ফুড কর্ণার, গার্ডেন রেস্টোরাঁ, স্বল্প পরিসরে শিশু বিনোদন পার্ক, কনফারেন্স হল, ট্যুরিস্ট রিকুইজিট শপ, অডিটোরিয়াম রয়েছে।

চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে ০১টি বুলন্ত ব্রীজ রয়েছে যা রাঙামাটির পর্যটন আইকন হিসেবে পরিচিত। এছাড়া অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসন বিশিষ্ট ১টি ইঞ্জিন বোট এবং ৪ আসন বিশিষ্ট ১ টি স্পীড বোট রয়েছে।

১১। পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি



খাগড়াছড়ির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চেন্দ্রী নদীর তীরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা ৬.৫০ একর জমির উপর নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালে। মোটেলটিতে ২৫টি কক্ষের মধ্যে ১টি এসি সুইট, ২টি ট্রিপল বেড এসি ডিলাক্স রুম, ০৯টি এসি টুইন রুম ও ১৩টি নন-এসি টুইন রুম রয়েছে। এছাড়া ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১২। পর্যটন মোটেল, সিলেট



সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭ কিঃ মিঃ দূরে বিমান বন্দর সড়কের বড়শলা নামক স্থানে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সাল থেকে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২৬-কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ৭টি এসি কুইন/কাপল বেড রুম, ৮টি এসি টুইন বেড রুম ও ১১টি নন-এসি টুইন বেড রুম রয়েছে। এখানে ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন্স মিনি পার্ক ও ২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

১৩। পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট



সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম মেইন রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমিতে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে মোট ০৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে এসি টুইন বেড ৩টি এবং এসি কাপল বেড ১টি। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসনের একটি রেস্টোরাঁ রয়েছে।

১৪। পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর



১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪ তলা বিশিষ্ট মোটলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন করা হয়েছে। ১৮-কক্ষ বিশিষ্ট মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ রয়েছে ১২টি, এসি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে ৬টি। এছাড়া ০২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ, ১৫০-আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল এবং ৫০-আসন বিশিষ্ট ১টি মানসম্মত রেস্টোরাঁ রয়েছে।

১৫। পর্যটন মোটেল, রংপুর



আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলীর দুই তলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর ২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত হয়। ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ০২টি ভিআইপি সুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৮০ আসনবিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে।

১৬। পর্যটন মোটেল, রাজশাহী



২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত রাজশাহীর তিনতলা পর্যটন মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে ৪৯টি কক্ষের মধ্যে ০৫টি ভিআইপি সুইট, ৪টি এসি ডিলাক্স, ৭টি এসি টুইন, ১০টি এসি কাপল, ২৩টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল, ২৫ আসনের মিনি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিকুইজিট শপ আছে।

১৭। পর্যটন মোটেল, বগুড়া



২০০৩ সালে পুরাতন মোটেলটি ভেঙ্গে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বগুড়া নির্মিত হয়। মানসম্মত মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ২টি এসি সুইট, ৯টি এসি কাপল বেড ও ১৭টি এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ৬০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের ১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসনবিশিষ্ট কফি শপ ও বার রয়েছে।

১৮। পর্যটন মোটেল, বেনাপোল



যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট থেকে ২.২৫ কিঃ মিঃ সামনে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৭-কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি ভিআইপি সুইট, ৭টি এসি কাপল বেড ও ২টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ০৩টি ডরমিটরী রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ৫০-আসন বিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল, পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম ও বিস্তৃত পরিসরে গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

১৯। হোটেল পশুর, মংলা:



বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ৩.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মোংলা পোর্ট অথোরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতলবিশিষ্ট হোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৬-কক্ষের হোটেলটিতে ৪টি এসি কাপল বেড, ৬টি এসি টুইন বেড, ৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ আছে।

২০। পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা



১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৭-কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড, ০৬টি নন-এসি সিঙ্গেল বেড ও ০১টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। ৫০-আসনবিশিষ্ট ১টি আধুনিক রেস্টোরাঁ রয়েছে। পরবর্তীতে আরও ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ুথ ইন্ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ১টি এসি রয়েল ডিলাক্স, ১২টি এসি টুইন/কাপল, ৪-শয়্যাবিশিষ্ট ২টি এসি কক্ষ, ৪-শয়্যাবিশিষ্ট ৩২টি নন-এসি কক্ষ, ৫টি নন-এসি কাপল কক্ষ, ৮টি নন-এসি টুইন বেড রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৮০-আসন বিশিষ্ট রেস্টোরাঁ, ১০০-আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল ও ৪০- আসন বিশিষ্ট মিনি কনফারেন্স হল রয়েছে।

২১। পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি



বাংলা সনেটের প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কমপ্লেক্সটিতে ০২টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্টোরাঁ রয়েছে।

২২। পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর



মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ২.০০ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে এসি সুইট কক্ষ ২টি, এসি টুইন বেড কক্ষ-০৪টি, নন-এসি টুইন বেড কক্ষ-০৬টি। তাছাড়া, ৬০-আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্টোরাঁ আছে।

২৩। মাধবকুন্ড রেস্টোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার



১০ এপ্রিল ২০০০ সালে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্টোরাঁ নির্মাণ করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৪। জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা



জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ‘জয় রেস্তোরাঁ’ নামকরণ করে রেস্তোরাঁটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ০১টি ফাস্ট ফুড শপ, ০১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট ফাস্টফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ‘বংশী’ নামে একটি রেস্ট রুম আছে।

২৫। সচিবালয় এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া



২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নং ভবনের নীচতলায় পশ্চিম পার্শ্বে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়াটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রেস্তোরাঁটি ৫০ আসনবিশিষ্ট। কেবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কিচেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। ক্যাফেটেরিয়া থেকে ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামাফিক খাবার সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের দর্শনার্থীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে থাকেন।

২৬। সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং ভিআইপিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের ৩য় তলায় ভিআইপি এবং ভিআইপিদের জন্য ১৬০ আসন এবং ৯ম তলায় সন্মানিত অতিথি ও সংসদ সচিবালয় স্টাফদের জন্য সুপ্রশস্ত কিচেনসহ ৫৮ আসনবিশিষ্ট স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে।

২৭। ময়ূরী ও ঈগল রেস্টোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা



মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে ময়ূরী ও ঈগল নামে দু'টি রেস্টোরাঁ গত ৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অত্র সংস্থা পরিচালনা করছে। ময়ূরী রেস্টোরাঁয় ১৩০ আসন ও ঈগল রেস্টোরাঁয় ৭০টি আসন রয়েছে। এখানে স্ন্যাক্স, লাঞ্চসহ চা/কফি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

২৮। পর্যটন মোটেল সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ



২০১৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সোনা মসজিদ এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক মোটেলটি নির্মিত হয়। অনিবার্য কারণবশত: ঐ সময় মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তিনতলা বিশিষ্ট মোটেলটিতে ৬টি এসি কাপল বেড কক্ষ, ৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৪-শয্যা বিশিষ্ট ১২টি ডরমিটরী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট রেস্টোরাঁ ও সুপারিসর গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

২৯। পর্যটন রেস্টোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারুল, দিনাজপুর

দিনাজপুরের কাহারুল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিহিতে পর্যটন রেস্টোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির-এর অবস্থান। রেস্টোরাঁটি ৫০ শতাংশ জমির উপর ২৭ নভেম্বর, ২০১২ সালে নির্মিত হয়। রেস্টোরাঁটি নন-এসি ৪০ আসনবিশিষ্ট। এখানে ০২টি এসি রুম আছে। এছাড়া, আগত পর্যটকদের জন্য টয়লেট সুবিধা আছে।

৩০। চন্দ্রা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত চন্দ্রা পিকনিক স্পটটি বন বিভাগের ২.১৯ একর জায়গার উপর স্থাপিত। স্পটটি দীর্ঘকাল ধরে পিকনিক স্পট হিসেবে এ সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। গত ২০-১১-২০১৪ তারিখে

বন অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এ স্থানটিতে পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ স্থানে বর্তমানে রেস্টোরাঁ, বিশ্রামাগার, টয়লেট সুবিধা, শিশুদের বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩১। রুফটপ রেস্টুরেন্ট, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের জন্য গত ২০১৭ সালে প্রণীত মূল ডিপিপি-তে ‘পর্যটন ভবনের’ ১৩তম ফ্লোরে একটি ‘রুফটপ রেস্টুরেন্ট’ স্থাপন করার বিষয়টি একনেকে অনুমোদিত হয়। সে আলোকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ের ১৩ তলায় একটি রুফটপ রেস্টুরেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। রেস্টুরেন্টের ফ্লোরের মোট আয়তন ৬,৬০০ বর্গফুট। তন্মধ্যে ওপেন টেরেসের আয়তন ১২৭৫ বর্গফুট। রেস্টুরেন্টের ক্যাপাসিটি ১৫০ আসন। এখানে অত্যাধুনিক ১টি কিচেন (১৩১০ ব.ফু.) এবং ৫টি টয়লেট এবং ৮টি ওয়াশ বেসিন সুবিধা রয়েছে। রেস্টুরেন্টের জন্য ১টি সার্বক্ষণিক লিফট এবং সুবিস্তৃত বেইজমেন্ট পার্কিং সুবিধা রয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে রেস্টোরাঁটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৩২। গলফ বার, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল-এর আওতাধীন গলফ বারটি কক্সবাজারে আগত দেশী-বিদেশী পর্যটকদের মদ্যজাতীয় পানীয়ের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ১৯৮২/৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বারটি হোটেল শৈবাল চত্বর থেকে সি-বিচ অভিমুখী বাপক-এর নিজস্ব ওয়াকওয়ে সংলগ্ন একটি দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে অবস্থিত। ৪০ আসনবিশিষ্ট বারটির মোট আয়তন ২৫০০ বর্গফুট।

৩৩। পর্যটন সুইমিং পুল, পহক, কক্সবাজার

গত ২৪-১২-২০০৭ তারিখে কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের আওতাধীন সুইমিং পুলটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ বছর যাবত পরিচালিত হয়। পরিচালনাকালীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে পৃথক ভবন নির্মাণপূর্বক ‘লাইভ ফিশ’ নামীয় একটি রেস্টোরাঁ চালু করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বর্তমানে সুইমিং পুলসহ লাইভ ফিশ রেস্টোরাঁটি হোটেল শৈবালের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৪। চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক লিমিটেড, সিলেট

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর উন্মুক্ত জমিতে বিগত পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে গত ১০-০৩-২০২২ তারিখে পার্কটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে পার্কটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেল, সিলেট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৫। আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা



হাওর অঞ্চলে ভ্রমণপিপাসুদের আরামদায়ক অবস্থান ও আহারের সুবিধা প্রদানের জন্য নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে ১৪-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিটটির কার্যক্রম শুরু হয়। নবনির্মিত ‘আদর্শ নগর পর্যটন কেন্দ্র’টিতে ১ টি এসি ডিলাক্স, ০৬টি এসি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষসহ মোট ৭ টি আবাসিক কক্ষ ও ১ টি পিকনিক শেড রয়েছে। অতিথিদের মানসম্মত খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রটিতে ৩২-আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। রেস্তোরাঁটিতে দেশীয় খাবারের পাশাপাশি থাই, চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল খাবার সরবরাহের সুব্যবস্থা রয়েছে। ইউনিটে পিকনিক, কর্পোরেট ইভেন্ট, বিয়ের অনুষ্ঠানসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থাসহ মিনি শিশু পার্ক রয়েছে।

৩৬। পর্যটন রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট, সালনা, গাজীপুর



বন বিভাগের মালিকানাধীন জমির উপর নির্মিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে কর্তৃক পরিচালিত সালনা পর্যটন রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পটটি ৩.১২ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতোপূর্বে এটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর একটি পিকনিক স্পট ছিল। ২০২২ সালে পিকনিক স্পটটিকে পূর্ণাঙ্গ রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়। পুনর্নির্মিত রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। রিসোর্টটিতে ৬টি কটেজ রয়েছে। এছাড়া ৭-কক্ষ বিশিষ্ট একটি ইকনমি ভবন রয়েছে। শিশুদের জন্য চিলড্রেন রাইডস এর ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৭। বারদি পর্যটন কেন্দ্র, বারদি, নারায়ণগঞ্জ



নারায়ণগঞ্জের বারদিতে পশ্চিম বংগের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর বসতভিটায় ২.০৪ একর জায়গায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক বারদি পর্যটন কেন্দ্র নির্মিত হয়। ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পর্যটন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়।

কেন্দ্রটিতে ২টি এসি কক্ষ, ৫০-আসন বিশিষ্ট একটি রেস্টোরাঁ, ওয়াশরুম ও পিকনিক শেড রয়েছে। শিশুদের জন্য চিলড্রেন রাইডস এর ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৮। পর্যটন সেবা কেন্দ্র, মেঘাই, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিকট দেশের নদীমাতৃক সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে পর্যটন সুবিধাদি স্থাপনের অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরের মেঘাই ইউনিয়নে যমুনা নদীর তীরে ৬.৬৭ একর জায়গার উপর ২০২২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন কেন্দ্রটি নির্মাণ করে। কেন্দ্রটিতে পর্যটকদের রাত্রি-যাপনের জন্য ২টি এসি কক্ষ, রেস্টোরাঁ, ওয়াশরুম ও পিকনিক শেড রয়েছে। শিশুদের জন্য চিলড্রেন রাইডস এর ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৯। ডিউটি ফ্রি অপারেশনস

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমান বন্দরে প্রথম শুষ্কমুক্ত বিপণী স্থাপন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে আগমন, বহির্গমন, ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি বিপণী স্থাপন করা হয় এবং একই বিমান বন্দরে বহিরাগমন ও ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের জলযোগের সুবিধার্থে ২টি স্ন্যাকস কর্নার চালু করা হয়। অপরদিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন) এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ১১ই মে শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) খোলা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিগত ০৭-০৮-২০০৩ তারিখে শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিমান বন্দরে শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন) চালু করা হয়।

ডিএফও কর্তৃক পরিচালিত শুষ্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্নারসমূহঃ

- ১। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
- ২। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
- ৩। শুষ্কমুক্ত বিপণী (ট্রানজিট) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
- ৪। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
- ৫। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
- ৬। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
- ৭। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
- ৮। স্ন্যাকস কর্নার (বহির্গমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
- ৯। ড্রিংকস কর্নার (ট্রানজিট), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
- ১০। ড্রিংকস কর্নার (৩টি), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

৪০। রূপপুর রেস্টোরাঁ ও বার, ঈশ্বরদী, পাবনা



রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্রে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের জন্য প্রকল্পের গ্রীণ সিটি এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে বার লাইসেন্স নম্বর ০২/২০২০-২০২১ তারিখঃ ১১.০৪.২০২১ মোতাবেক রূপপুর রেস্টোরাঁ ও বার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বারটির আয়তন ৫,০৩৭ বর্গফুট এবং আসন সংখ্যা ২০০টি। এ

রেস্তোরাঁ ও বার হতে রূপপুর পারমানবিক প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত বিদেশী অতিথিদের আহার ও লিকার সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তির অধীনে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ

১। সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, শাহবাগ, ঢাকা

সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি ঢাকা শহরের শাহবাগ এলাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর বিপরীতে ডিএসসিসি (সাকুরা মার্কেট) মার্কেটের ২য় তলায় ৩৮২৭.৫৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। ১৯৭৭/৭৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এ বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২। রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা

রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি মহাখালীস্থ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পুরাতন ভবনের নীচতলায় ২৭৫৮.৯৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। ১৯৭৬/৭৭ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অনুকূলে রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স নেষ্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৩। বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া

বগুড়া বারটি পর্যটন মোটেল বগুড়া ইউনিটের চত্বরে অবস্থিত। ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বগুড়া বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। মোটলে আগত পর্যটক ও স্থানীয় পারমিটধারী ব্যক্তিবর্গের জন্য বারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২২০০ বর্গফুট আয়তনের বারটিতে ৫০টি আসন আছে। বর্তমানে মেসার্স ট্রেন্ড সেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৪। রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

রাজশাহী বারটি পর্যটন মোটেল রাজশাহী চত্বরে অবস্থিত। বারটি মোটেল থেকে পৃথকভাবে নির্মিত ৩তলা বিশিষ্ট ভবনে অবস্থিত। ২৫ আসনবিশিষ্ট বার ভবনের প্রতি তলায় ০২টি করে কক্ষ আছে। এছাড়া, কিচেন, ওয়াশ রুম, পার্কিং এরিয়া আছে। ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রাজশাহী বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স ট্রেন্ড সেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৫। মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা

মংলা বারটি হোটেল পশুর, মংলা চত্বরে অবস্থিত। ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ৩৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মংলা বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স এম. এইচ. চৌধুরী নামীয় ব্যক্তির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬। সিলেট বার, সিলেট

সিলেট বারটি পর্যটন মোটেল, সিলেট চত্বরে অবস্থিত। ১০৪৯ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ২৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৩/১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিলেট বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বারটি সাবেক লিজ গ্রহীতার নিকট থেকে ০৩.০১.২০২৩ তারিখে বুঝে নেয়া হয়। সাবেক লিজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করায় লিজ চুক্তি বাতিল করে নতুন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জস্থ পাগলার ভিআইপি জেটিতে অবস্থিত মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি ১৯৮৩/৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিআইপি জেটির মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-মেঘনা নদীতে নৌ-ভ্রমণ করার সময় এ রেস্তোরাঁ ও বার থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে এ রেস্তোরাঁ ও বারটি মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

৮। রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম

সৈকত বারটি হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম চত্বরে অবস্থিত। ১০৪৯ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ২৫ আসনবিশিষ্ট। ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল সৈকত নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। ৩৫ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও বারটির মোট আয়তন ১২৪৮.৫০ বর্গফুট। বর্তমানে সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৯। ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামস্থ ফয়'স লেককে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত ০৮-০৯-২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তীতে নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্য সম্পন্নপূর্বক পার্কটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পাওনা হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক প্রিমিয়াম ও টার্গেটভার পরিশোধ করছে।

১০। পর্যটন বার, রাঙামাটি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজ চুক্তিতে পরিচালনার জন্য গত ২৪-০৭-২০২৩ তারিখে আহ্বানকৃত দরপত্রে মেসার্স এইচ এম এন্টারপ্রাইজ-কে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে মূল্যায়ন করে গত ১৬-১০-২০২৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি পাওয়া গেছে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

১১। পর্যটন কটেজ ও রেস্তোরাঁ, তাহিরপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাধীন টেকেরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় ২.০০ একর জায়গার উপর 'তাহিরপুর কটেজ ও পর্যটন কেন্দ্র'টি নির্মাণ করে। বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্রটি লিজের ভিত্তিতে বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রটিতে ১টি আবাসিক কক্ষ ও ২০-আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যটন এর প্রচার ও প্রসারে বিশেষ করে সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রসারে বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ম্যাগাজিন/সুভেনিরে বিজ্ঞাপন প্রদান, দেশী পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন, গণসচেতনতামূলক সভা আয়োজন, সামাজিক মাধ্যম তথা ফেসবুক ভিত্তিক প্রচারণা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ইত্যাদি অন্যতম।

(ক) বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন:

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বরাবরের মতো বাপক এর পক্ষ থেকে বর্ণিল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৮ টায় পর্যটন ভবন হতে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ র্যালি বের করে বিআইসিসি সম্মেলন কেন্দ্রে সমবেত হয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আয়োজিত মূল র্যালির সংগে যুক্ত হয়ে আগারগাঁও এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান NHHTI এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট বাংলাদেশ ফেস্টিভালের স্টলে খাবার প্রদর্শনী ও বিক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।



বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র্যালি

(খ) মহান বিজয় দিবস উদযাপন:

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রত্যুষে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর দুপুর ১২ টায় বাপক ও বিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে পর্যটন ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা শেষে বাপক'র উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল হোটেল অবকাশ থেকে এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ এবং সিলেটস্থ বাপক'র শিশুপার্কে শিশুদের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার সহ অন্যান্য কর্মসূচি।



মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

(গ) Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF 2024) এ অংশগ্রহণ:

Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) কর্তৃক আগারগাঁও-এ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ হতে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত BTTF মেলাতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে Bangladesh Travel and Tourism Fair উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি

ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক।

(ঘ) Young Chef Olympiad (YCO)-তে অংশগ্রহণ ও পুরস্কার অর্জন:

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ভারতের কলকাতায় ৬০ টি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম শেফ প্রতিযোগিতা Young Chef Olympiad (YCO)-এ ন্যাশনাল হোটেল এন্ড টুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর একজন প্রশিক্ষার্থী ও একজন সিনিয়র ট্রেনার অংশগ্রহণ করেন। এই Young Chef Olympiad- দুটি পর্যায়ে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এনএইচটিটিআই দুটি পুরস্কার অর্জন করে।

পুরস্কারগুলো হল:

১. Spirit of the Young Chef Olympiad Award International
২. Certificate of Commendation for Sustainability



Young Chef Olympiad (YCO) '24 এ অর্জিত পুরস্কারদ্বয়

(ঙ) Dhaka Travel Mart এ বাপক-এর ডিসকাউন্ট কার্ড:

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ হতে ৩ দিনব্যাপী প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে The Bangladesh Monitor আয়োজিত Dhaka Travel Mart-এ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে। মেলা উপলক্ষ্যে বাপক-এর পক্ষ থেকে বিশেষ ডিসকাউন্ট কার্ড বিতরণ করা হয়। ৬ মাস মেয়াদী Parjatan Discount Card ব্যবহার করে পর্যটকগণ সমগ্র দেশব্যাপী বাপক এর যে কোন হোটেল-মোটলে সর্বোচ্চ ৩ দিনের জন্য সর্বোচ্চ ৩ টি কক্ষে ২০% রেয়াত সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। উক্ত কার্ডটি মেলায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।



(চ) একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশে আসেন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সংগঠন:

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাইকেল চালিয়ে বাংলাদেশে আসেন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সংগঠন 100 miles এর সদস্যরা। ভাষাসূত্র নামক সংগঠনের ব্যানারে তারা সফরটি করেন। এই যাত্রায় তাঁদের আতিথেয়তা দিয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। অতিথিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

(ছ) হোটেল শৈবাল, কক্সবাজারে অংশীজন সভা:

৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর আয়োজনে কক্সবাজারস্থ পর্যটন হোটেল শৈবাল-এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব একেএম আফতাব

হোসেন প্রামানিক, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। সভায় কক্সবাজার জেলা পরিষদ, Beach Management Committee, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, Tour Operators Association of Cox's Bazar, রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি, Hotel Owners Association এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পর্যায় হতে আগত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের আয়োজনে প্রথমবার ঢাকার বাইরে এ ধরনের স্টেকহোল্ডার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।



হোটেল শৈবাল, কক্সবাজারে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিক সভা

(জ) মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন:

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় পর্যটন ভবন আগারগাঁও এ সকাল ১১ টায় বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর পর্যটন ভবনের ১১ তলায় প্রার্থনা কক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।



মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

(ঝ) বাংলাদেশের সেরা পর্যটন একাডেমির পুরস্কার TITA Award অর্জন:

৩০ মে, ২০২৪ তারিখে Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) এর আয়োজনে গতকাল হোটেল শেরাটন, বনানীতে TOAB International Tourism Award (TITA) প্রদান করা হয়। এতে Best Tourism Academy of Bangladesh ক্যাটাগরিতে National Hotel & Tourism Training Institute (NHTTI) দেশের পর্যটন খাতের সেরা একাডেমি নির্বাচিত হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সম্মানিত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক।



বাংলাদেশের সেরা পর্যটন একাডেমির পুরস্কার TITA Award পায় NHTTI

(ঞ) ‘The Largest Hotel Chain of Bangladesh’ শীর্ষক প্রচারণা:

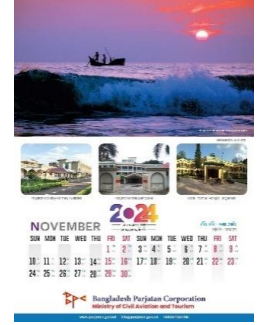
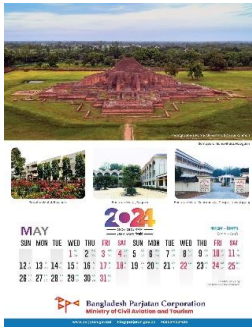
সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাংলাদেশের বৃহত্তম হোটেল চেইন পরিচালনা করে থাকে। বিষয়টি দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের পর্যটকদের অবগতির জন্য এ বিষয়ে প্রচারণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।



Hotel Chain শীর্ষক প্রচারণার ব্যানার

(ট) বাপক এর ক্যালেন্ডার প্রণয়ন:

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০২৪ সালের নান্দনিক একটি ওয়াল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করে যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়।



বাপক-এর প্রণয়নকৃত ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার

বাপক এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

- এনএইচটিআই ও হোটেল অবকাশ সংস্কার ও আধুনিকায়ন;
- এনএইচটিআই এর ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনকরণ;
- নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- নারায়ণগঞ্জ এর বারদীতে পর্যটন সেবা কেন্দ্র নির্মাণ;
- সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে পর্যটন সেবা কেন্দ্র নির্মাণ;
- বাগেরহাটের খানজাহান আলীর মাজার সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- বাপক-এর রেন্ট-এ-কার ইউনিটে ৪ টি ট্যুরিস্ট কোচ ও মাইক্রোবাস সংযোজন;
- বাপক-এর হোটেল/মোটেল ও অন্যান্য স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তায় আইপি ক্যামেরা, সিসিটিভি ও আর্চওয়ে স্থাপন;
- এনএইচটিআই কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এ যাবৎ মোট ৫৫,০০০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাপক কর্তৃক সারাদেশে ১৪০০ পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিতকরণ;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন গ্রিন সিটি এলাকায় রেস্টোরাঁ ও বার স্থাপন;
- বাপক-এর হোটেল/মোটেলগুলোতে অনলাইন রিজার্ভেশন পদ্ধতি চালুকরণ;

বাপক এর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

স্বল্পমেয়াদী (১-৩ বছর):

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বিদ্যমান ১০ (দশ)টি স্থাপনার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ বরিশাল জেলায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- পর্যটন মোটেল, রংপুর-এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;
- পর্যটন নগরী কক্সবাজারে বাপক'র নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ একটি আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ।

মধ্য-মেয়াদী (৩-৫ বছর):

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি বুলন্ত সেতুটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে আধুনিক ও নান্দনিক নকশায় নতুন আদলে নির্মাণ;
- হোটেল অবকাশ কমপ্লেক্স, মহাখালীতে বহুতল ভবন নির্মাণসহ পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- কক্সবাজারে হোটেল শৈবালের জমিতে আধুনিক পর্যটন সুবিধাদি সংবলিত 'পর্যটন ভিলেজ' স্থাপন;
- কক্সবাজারে হোটেল প্রবালের জমিতে একটি আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- কক্সবাজারে বাপক-এর মোটেল লাবণীর জায়গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ একটি আধুনিক ও মানসম্মত হোটেল নির্মাণ;
- বাপক পরিচালিত ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (NHTTI) সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর সম্প্রসারণ;
- হাওরকেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদির প্রবর্তন।

দীর্ঘমেয়াদী (৫-১০ বছর):

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাপক-এর খালি জমিতে বহুমুখী পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন;
- সুনামগঞ্জ জেলার বারেকের টিলায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- চাঁদপুর জেলার ষাটনলে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- সাতক্ষীরার সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- কুয়াকাটায় ওয়াচ-টাওয়ার নির্মাণসহ পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন;
- কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- খুলনার মুজগুনীতে বাপক-এর নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ ৫-তারকামানের হোটেল নির্মাণ;
- ময়মনসিংহে পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত বাপক-এর প্রকল্পসমূহের তালিকা:

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিদ্যমান ১০টি স্থাপনার (সিলেট, মংলা, বগুড়া, টেকনাফ, শৈবাল, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, কুয়াকাটা ও সাভারস্থ জয় রেস্টোরাঁ) পর্যটন মোটেল এর আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ (০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৬);
- প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ বরিশাল জেলায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ। (০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৭);
- মহাখালীস্থ ডিএফও ভবনের স্থলে বহুতল ভবন নির্মাণ (০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৭);
- পর্যটন নগরী কক্সবাজারে এ সংস্থার নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ (০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৭)।

উপসংহার

পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পে প্রতি ১ জন পর্যটক ১১ টি কর্মের সৃষ্টি করে। ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই শিল্পে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশে পর্যটকদের জন্য মানসম্মত অবকাঠামোসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি BRICS এর আওতায় সৃষ্ট New Development Bank, সৌদি আরবের আল-হোকাইর গ্রুপ, চাইনিজ ইনভেস্টার গ্রুপ এবং সিংগাপুরের ডেলিগেশন এর সাথে BIDA ও BEZA এর মাধ্যমে বাপক-এর কক্সবাজার, সিলেট ও খুলনার মুজগুন্নিতে নিজস্ব জায়গায় আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। বর্তমান যুগ Cooperation, Collaboration ও Partnership এর যুগ। দেশী ও বিদেশী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করে বাপক এর পক্ষ থেকে পর্যটনের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে ভবিষ্যতে দেশে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি হবে, পর্যটক আগমন বৃদ্ধি পাবে, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যুবক ও নারীরা পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশ কে এশিয়ার একটি অন্যতম গন্তব্যে পরিণত করার কাজকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অংগীকারাবদ্ধ। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সার্বিক প্রচেষ্টা বর্তমানে অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।